মেহেরপুরের ১০ নক্ষত্রের বিসিএস জয়

৩৮ তম বিসিএস এ ঐতিহাসিক মুজিবনগরের মেহেরপুরে বিভিন্ন বিভাগে ১০ জন্য চুড়ান্ত হয়েছেন। জেলার ইতিহাসে একসাথে ১০ জন বিসিএস ক্যাডার সুযোগ পাওয়া এই প্রথম কোন ঘটনা। তাদের এই সাফল্যে মেহেরপুরের শিক্ষাঙ্গনসহ বিভিন্ন স্থানে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

বিসিএস এ চুড়ান্তরা হলেন, আরমিনা আক্তার ডলি (শিক্ষা), তাসনিম জাহান মুনিয়া (প্রশাসন ক্যাডার), নাহিদ আহমেদ শোভন (কৃষি), আব্দুর রাজ্জাক (প্রকৌশলী-রেলওয়ে), তুষার আহমেদ (প্রকৌশলী-সড়ক ও জনপথ), সাদমান সাকিব নাহিদ (স্বাস্থ্য), জান্নাতুল নাঈম( শিক্ষা), উসমান গনি (পুলিশ), মো: ফরিদ উদ্দিন ( শিক্ষা-রসায়ন), দেবযানী কর (প্রশাসন)।

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজের ২০০৭-০৮ ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র উসমান গনি চুড়ান্ত হয়েছেন পুলিশ ক্যাডারে। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আযীম জানান, উসমান গনি আমাদের কলেজের গর্ব। সে আমাদের কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল। বিসিএস এ চুড়ান্ত হওয়ায় আমিসহ আমার কলেজের সকল শিক্ষক ও স্টাফের পক্ষ তার জন্য শুভ কামনা জানাচ্ছি। আমি তার উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

প্রশাসন ক্যাডারে চুড়ান্ত হয়েছেন প্রয়াত কানাই লাল করের মেজ মেয়ে দেবযানী কর। দেনযানী করের মা অ্যাড. মিনা পাল জানান, সাম্প্রতিক সময়ে দেবযানীর বাবা মারা গেছেন। একদিকে পিতৃ বিয়োগ করার কিছুদিন পর প্রশাসনিক ক্যাডার হওয়ার খবর পেয়ে দেবযানী চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। তার পিতা দেখে যেতে পারলেন না মেয়ের সাফল্য। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে খুবই গর্বিত। সকলের আশির্বাদে সে সাফল্যের সাথে মানুষের সেবা করবে এ কামনা করি। তাঁদের বড় মেয়ে ইন্দ্রানী কর ২৯ তম বিসিএস এ চিকিৎসক, মেজো মেয়ে দেবযানী কর ৩৮ তম বিসিএস এ প্রশাসন ক্যাডার, তৃতীয় মেয়ে কৃঞ্চা ঐন্দ্রিলা কর ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিয় বিষয়ে এ লেখাপড়া শেষ করেছেন।

একসাথে ১০ জনের এই কৃতিত্বে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায়ী জেলা প্রশাসক

আতাউল গনি বলেন, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। একসাথে এ জেলায় এতজন বিসিএস এ ক্যাডার হয়েছে এটা মেহেরপুরের জন্য গর্ব। আমি ও আমাদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের অন্তিরিক অভিনন্দন জানাই।

এদিকে, মেহেরপুরে বিসিএস এ চুড়ান্ত ১০ জনকে অভিনন্দন জানিয়ে তাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিন’র সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, প্রকাশক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাব পরিবার, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংগঠনিক ব্যক্তিবর্গ।

বাজেটের কপি ছেঁড়া সংসদের প্রতি চরম অবমাননা: ওবায়দুল কাদের

সংসদ ভবনের সামনে বাজেটের কপি ছিঁড়ে ফেলা সংসদের প্রতি চরম অবমাননা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, এটি মহান সংসদের প্রতি চরম অবমাননা। এটি তাদের (বিএনপির সংসদ সদস্যদের) শপথ ভঙ্গেরও শামিল। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।

তিনি বলেন, জাতির ক্রান্তিকালে তারা দায়িত্বশীল আচরণ করেনি। তারা চেয়েছিল, সংসদ যাতে কোনও বাজেট পাস না করে। বাজেট ছাড়া একটি রাষ্ট্র তারা দেখতে চেয়েছিলেন। তারা দেশে একটি হতাশাজনক অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে আশার আলোর সঞ্চার করতে পেরেছি, যা এই মহামারী পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজন।

বৃহস্পতিবার বিকালে সংসদ ভবন এলাকার সরকারি বাসভবন থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট অনুমোদন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

ওবায়দুল কদের বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই মহামারীর সময়ই আমাদের বাজেট প্রণয়ন করতে হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আর্থিক বছরের গণনা আমাদের চেয়ে ভিন্ন হওয়ায় (যেমন জানুয়ারি টু ডিসেম্বর,

এপ্রিল টু মার্চ, অক্টোবর টু সেপ্টেম্বর) তাদের এই সময়ে বাজেট করতে হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের কিছু দেশে আমাদের মতো জুলাই থেকে জুন আর্থিক বছর ধরা হয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ এই সময়ে যেসব দেশ বাজেট প্রণয়ন করেছে, তাদের অধিকাংশই করোনা পরিস্থিতির কারণে তাদের বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে সংকোচন করেছে। কোনও কোনও দেশ বাজেট দিতে ব্যর্থ হয়ে বিশেষ আইনের সহায়তায় বাজেট প্রণয়ন স্থগিত করেছে। এই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দুই একটি দেশসহ (যেমন পাকিস্তান) পৃথিবীর অনেক দেশে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯-এর প্রভাবে দেশের স্বাস্থ্যখাতে যে সাময়িক প্রয়োজন উদ্ভূত হয়েছে তা মেটানো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি হবে তা পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭তম এবং বর্তমান মেয়াদের দ্বিতীয় বাজেট। এ বাজেটে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকা রক্ষার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসৃজন ও সামাজিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস আরও জোরদার করা হবে। আমাদের সরকার দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুমোদন করেছে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গত এক দশকেরও অধিক সময় ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যদি দেশের এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন না করলে এই পেনডেমিক পরিস্থিতিতে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হতো। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী যদি ২০০৯ এর পর দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর উৎপাদন বৃদ্ধি না করতেন, তাহলে এই পেনডেমিকে এদেশের মানুষ বিদ্যুৎবিহীন দুঃসহ পরিস্থিতি কীভাবে সহ্য করতো আর হাসপাতালগুলো কীভাবে চলতো, সেটি আমরা চিন্তাও করতে পারছি না।

এই বাজেটে কৃষি খাত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জানিয়ে তিনি বলেন, কৃষিতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে আমরা চাল উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। করোনাত্তোর কৃষিখাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদন, বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে খাদ্য সঙ্কট যাতে তৈরি না হয় সেদিকে নজর দেওয়াই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনভাবেই যাতে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি না হয় সে জন্য এক ইঞ্চি আবাদি জমিও ফেলে না রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে আমি কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার সকল সহযোগী সংস্থাগুলোকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন।

এসময় বাঙালির সব অর্জনের পেছনে আওয়ামী লীগের অবদান রয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই এনে দেয়নি, এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা যা করা প্রয়োজন ছিল তার সবকিছুই করেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়।

তিনি আরও বলেন, মোটা দাগে বলতে গেলে, বাঙালি জাতি হিসেবে এ পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছে, তার সবকিছুই দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ; দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের সব অর্জন শেখ হাসিনার কারণেই। পিতার মতো তিনি দেশের মানুষকে ভালোবেসে পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন। শেখ হাসিনা নিজের দর্শন-চিন্তা- কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন বাঙালির হৃদয়ে।

যুগান্তর রিপোর্ট

ঝিনাইদহে এমপিও ভুক্ত শিক্ষকরাও কোচিং ও প্রাইভেট বাণিজ্য এখন ব্যস্ত

শিক্ষার্থীদের করোনা সংক্রমণ থেকে দূরে রাখতে সরকার যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখছেন ঠিক সেই মুহুর্তে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার এক শ্রেণীর শিক্ষক ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্ররা তাদের কোচিং বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছেন। সামাজিক দূরত্ব, স্বাস্থ্য বিধির কোন তোয়াক্কা না করেই এসব শিক্ষক ও কমলমতি ছাত্র ছাত্রীরা দলবদ্ধভাবে নিজ বাসায় অথবা কোচিং সেন্টারে সকাল-সন্ধ্যা তাদের কোচিং বাণিজ্য চালাচ্ছেন।

করোনার জন্য স্কুল কলেজ বন্ধ থাকার সুযোগে খোদ এমপিও ভুক্ত শিক্ষকরাও কোচিংয়ে জড়িয়ে পড়ায় উপজেলা জুড়েই চলছে অবৈধ কোচিং বাণিজ্য। হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্তেও এ উপজেলায় বন্ধ হয়নি কোচিং বাণিজ্য! অর্থের লোভে খোদ ‘মানুষগড়া কারিগর নামের অনেক শিক্ষকই শিক্ষার নীতিমালা ও নৈতিকতা ভুলে গিয়ে আদর্শ বিচ্যুত হচ্ছেন। ফলে কোচিং বাণিজ্য এখন তুঙ্গে। কাঙ্খিত শিক্ষার পিছনে বছরে লাখ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে কোচিং সেন্টারগুলো।

অভিযোগ রয়েছে, সরকার ঘোষিত নিয়ম-নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে খোদ এমপিও সুবিধাভোগি শিক্ষকরা একদিকে কোচিং সেন্টারের মালিক হয়ে যেন শিক্ষার প্রসারের নামে শিক্ষা বাণিজ্যের আদলে ‘কোচিং সেন্টার’ নামক দোকান খুলে বসেছেন।

জানা যায়, উপজেলার খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বনামধন্য শিক্ষকরাও নিজেদের তত্ত্বাবধানে বাসাবাড়িতে সাইনবোর্ডবিহীন কোচিং ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছেন। বিভিন্ন ব্যাচে শিক্ষার্থীরা সেখানে পড়ছে। একশ্রেণির কোচিংবাজ শিক্ষকদের চাপে সিংহভাগ ছাত্রছাত্রী কোনো না কোনো ভাবে মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অর্থের বিনিময়ে কোচিংয়ে পড়ছে। এ হিসাবে প্রায় ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীই এক পর্যায়ে কোচিংয়ের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। ফলে কোচিং সেন্টারগুলোর মালিক শিক্ষকরা শিক্ষার নাম ভাঙিয়ে বছর

জুড়েই লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন।

শিক্ষকরা শিক্ষা নামের নগ্ন বাণিজ্যে বেপরোয়াভাবে জড়িয়ে পড়ায় নিজ স্কুলের শিক্ষকদের কাছেই গণিত, ইংরেজি, রসায়ন, পদার্থসহ পাঠ্যসূচির বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা কোচিং করতে বাধ্য হচ্ছে। কোচিং করার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে শিক্ষার্থীদের অকপট উত্তর ‘ক্লাসে যা পড়ায়, তাতে হয় না। সেখানে ভালোমতো বোঝানো হয় না। তাই কোচিং তো করতেই হয়। শত শত শিক্ষার্থীর একই মনোভাব ক্লাসে বুঝি না। বোঝানো হয় না। অভিভাবকের মুখেও একই কথা শুনা যায়। অভিভাবদের অভিযোগ, সরকার কোচিং নিষিদ্ধ করেছে। সন্তানের ভালো রেজাল্টের আশায় কোচিং সেন্টারে পড়াতে বাধ্য হতে হয়।

এ বিষয়ে উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একজন অভিভাবক জানান, শুধু করোনা বা সংক্রমণ এড়াতে প্রাইভেট পড়াতে পারছি না ছেলেকে। নগর বাথান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, একমাত্র অজ্ঞ শিক্ষক এবং অভিভাবকরাই কেবল দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট মাষ্টারদের কাছে পাঠাচ্ছে। এ ছাড়া নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অবসর সময়টি কাজে লাগানো যাচ্ছে।

কোচিং ও প্রাইভেট শিক্ষকদের নামের তালিকায় নগর বাথান বাজার এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একটি কোচিং এর পরিচালনা করেন এম এ খালেক কলেজের প্রভাষক মোঃ নজরুল ইসলাম। সেখানে নজরুল ইসলাম সহ ৬জন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র দিয়ে কোচিং চালানো হচ্ছে। এরা হল দেলয়ার, হাবিব, সোহাগ, সোহেল, ও সাগর। একই এলাকার সেন্টু নামে তার নিজ বাড়িতে ১০/১৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি ছোট খুপড়ির মধ্যে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে বসিয়ে পড়াচ্ছেন। সে পেশাই একজন প্রাইভেট শিক্ষক নামেই পরিচিত।

এছাড়াও নগর বাথান বাজারের পশ্চিম পার্শে নজরুল ইসলাম নামে আরেক শিক্ষক। সে রাম নগর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক। কোন স্বাস্থ্য সেবা না মেনেই তার নিজ বাড়িতে ২০/৩০ জন করে ২/৩ ব্যাচে শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন।

এছাড়াও উপজেলার কালিচরনপুর ইউনিয়নের ‘মোসলেম উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে’র শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলমকে একি ইউনিয়নের ভগবান নগর স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায় বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে প্রাইভেট পড়াতে দেখা গেছে। এছাড়াও উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ঝপঝপিয়া গ্রামের সাগর,ও জাহাঙ্গীর নামের ২জন প্রাইভেট শিক্ষক,

তাদের নিজ বাড়িতে ও বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে প্রাইভেট পড়ায় বলে জানা গেছে ।

স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগুলো যেন করোনাই বন্ধ থাকার সুযোগে কোচিং ও প্রাইভেট সেন্টার হয়ে গেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা শিক্ষা অফিসার সুশান্ত কুমার দেব বলেন, এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ কেউ করেনি। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় এক মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে (১২) ধর্ষণের অভিযোগে শুকুর প্রামানিক (৩৮) নামে এক মুদি দোকানিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার শুকুর প্রামানিককে আদালতের সোপর্দ করা হয়। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

শুকুর প্রামানিক খোকসা উপজেলার বাসিন্দা এবং স্থানীয় মুদি দোকানদার।

খোকসায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল আলম জানান, গত মঙ্গলবার দুপুরে শিশুটি চকলেট কিনতে শুকুর প্রামানিকের দোকানে যায়। এ সময় শুকুর চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। প্রতিবন্ধী শিশুর মা শিশুটিকে খুঁজতে শুকুর প্রামানিকের বাড়ির ঘরে প্রবেশ করলে তার ঘরের মধ্যে বিবস্ত্র অবস্থায় শিশুটিকে দেখতে পায়।

বিষয়টি জানাজানি হলে প্রতিবন্ধী শিশুকে হত্যা করবে এই ভয় দেখিয়ে তাদের দুজনকেই ঘরে আটকে রাখেন শুকুর প্রামানিক।

পরে স্থানীয়রা মা-মেয়েকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় গতকাল বুধবার শিশুর মায়ের দেয়া এজাহারটি আমলে নিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আইনে মামলাটি রেকর্ড হয়েছে।

শিশুটির ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এ মামলার একমাত্র এজাহারভুক্ত আসামি শুকুর প্রামানিককে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় বলেও জানান ওসি।

মেহেরপুরে এমডিএন ফুড এর যাত্রা শুরু

মেহেরপুর সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামে অনলাইন অর্ডার এমডিএফ ফুড এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

গতকার বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর সদর উপজেলা কামদেবপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিইও মোহিত হাসান বলেন, সম্প্রতি সময়ের জনপ্রিয় একটি পরিষেবা হলো অনলাইন অর্ডারিং। বিভিন্ন পণ্য দেশ বিদেশ থেকে অর্ডার করে নিয়ে আসা গেলেও খাবার পণ্য নিয়ে আসাটা কঠিন বা দুষ্কর। আর এই কথা চিন্তা করেই এমডিএন ফুড এ সমাধানের চেষ্টা করে আসছে সেই ২০১৮ সাল থেকে। আজ (বুধবার) এমডিএন ফুড মোবাইল সফটওয়্যার সফলভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

তাদের পরিষেবা গুলো হচ্ছে- অনলাইন ভিত্তিক ফুড ডেলিভারি করা, যে কোনো দোকানদার তাদের এপে ফুড বা গ্রোসারি পণ্য সেল করতে পারবে, সেলার নিজেও ডেলিভারি করতে পারে কিংবা এমডিএন এক্সপ্রেস দ্বারাও ডেলিভারি করাতে পারে ।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মো:আসিফ খান, সেলিম, সাইফুল, ডালিম সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় নতুন করে ৩০ জন করোনায় আক্রান্ত

কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে আজ জেলার ১২৬ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে জেলায় আজ নতুন করে ৩০ জনকে আক্রান্ত বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরে ৯ জন, মিরপুরে ১ জন, সদরে ১৮ জন, কুমারখালীতে ১ জ্ন, খোকসায় ১ জন । (ফলোআপ সদর১, দৌলতপুর১, ভেড়ামারা১)
কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় আক্রান্ত ১৮ জনের ঠিকানা জুগিয়া ১জন, হাউজিং স্টেট ১ জন, পশ্চিম মজমপুর ২ জন, পুলিশ লাইন ১ জন, থানাপাড়া ১ জন, উত্তর আমলাপাড়া ১ জন, পূর্ব মজমপুর ২ জন, সিএসবি রোড, আমলাপাড়া ১ জন, এন এস রোড ১ জন, কাস্টমস মোড় ১ জন, চৌড়হাস ১ জন, বারখাদা ৪ জন ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ১ জন।

মিরপুর উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা মালিহাদ। দৌলতপুর উপজেলায় আক্রান্ত ৯ জনের ঠিকানা দফাদারপাড়া ৪ জন, মহেশকুণ্ডি ৪ জন, আদাবাড়িয়া ১ জন। কুমারখালী উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা তারাপুর। খোকসা উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা চড়পাড়া।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে পুরুষ ১৯ জন, মহিলা ১১ জন। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত ৬৫২ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হল।

সিভিল সার্জন ডা: এএইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন মোট ২৫৭ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন ৩৬১ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩৪ জন। এবং করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১১ জন।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষণের শিকার দশম শ্রেনির ছাত্রী

আলমডাঙ্গায় প্রেমের অভিনয় করে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে দশম শ্রেনির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ধর্ষিতা গতকাল বুধবার (১ জুলাই) বিকালে থানায় এসে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চাইলে মামলা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে ওই ছাত্রী।

তবে থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, “একজন কারো বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দিলেই তো মামলা হয় না। আগে খোঁজ-খবর নিতে হয়। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে যদি ঘটনার সত্যতা পাই তাহলে মামলা নেওয়া হবে।”

ধর্ষিতার চাচাত ভাই সুজন জানান, আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনির ছাত্রীকে (ভোকেশনাল) প্রেম নিবেদন করে আসছিল পাশ্ববর্তী বন্দরভিটা গ্রামের মুন্নাফ আলীর ছেলে সুমন। সুমনের বোন ওই ছাত্রীর চাচাত ভাই বিপ্লবের স্ত্রী। আত্মীয়তার সুযোগে সুমন অবাধে তার দুলাভাই বিপ্লবের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো। বিপ্লব ও তার মা সুমনের সাথে প্রেমে উৎসাহিত করে তুলতো ওই ছাত্রীকে। এতে ছাত্রী কিছুতেই রাজি হয়নি।

সূত্র জানায়, ছাত্রীর অনিচ্ছায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব ও তার মা সুমনকে বাঁকা পথে পরিচালতি করে। গত ২৯ জুন সন্ধ্যার আগে ছাত্রীকে অনেক বুঝিয়ে সুমনের সাথে মোটরসাইকেলে মাঠের রাস্তায় ঘুরতে পাঠায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুমন ছাত্রীকে নিয়ে পোলতাডাঙ্গা- মহেশপুর গ্রামের মাঝের নির্জন রাস্তায় নিয়ে যায়। মাঠের নির্জন জায়গায় গিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে ছাত্রীকে শ্লীলতাহনির চেষ্টা করে। ছাত্রী বাঁধা দিলে তাকে মারধরও করা হয়। এ সময় জোর করে রাস্তার পাশের পাট ক্ষেতে ছাত্রীকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে সুমন।

নির্জন রাস্তায় মোটরসাইকেল দেখে পথচারী মহেশপুর গ্রামের আশকার ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। এ সময় পাশের পাট ক্ষেত থেকে মেয়ে কণ্ঠের কান্না শুনে ধরে ফেলেন আশকার। ধরা পড়ার পর সুমন আশকারকে মারধর করে দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে মোবাইল করলে আত্মীয়স্বজন এসে মাঠ থেকে ছাত্রীকে বাড়িতে নিয়ে যান।

সুজন আরো জানান, দু‘দিন ধরে বিপ্লব ও গ্রামের কয়েকজন লোক থানায় মামলা না করতে চাপাচাপি করতে থাকে। কিন্ত ছাত্রীটি দৃঢ় হয়ে গতকাল বুধবার বিকালের দিকে থানায় এসে হাজির হয়।

চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করলে কঠোর অবস্থানে যাবে সরকার

এবার বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ার পরও কেউ যদি চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন তাহলে সরকার কঠোর অবস্থানে যাবে। প্রয়োজনে সরকারিভাবে চাল আমদানি করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

বুধবার (১ জুলাই) মন্ত্রীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এক সেমিনারে একথা বলেন তিনি। সভার সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের আট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় চালকল মালিক সমিতির দুজন করে প্রতিনিধি, খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চালকল মালিকদের উদ্দেশ্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখেন, সরকারের সঙ্গে করা চুক্তি অনুযায়ী গুদামে চাল সরবরাহ করেন, যদি তা না করেন তবে সরকার চাল আমদানিতে যেতে বাধ্য হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, করোনাকালীন সবাই বিপদগ্রস্ত। এবার না হয় লাভ একটু কম করলেন। প্রত্যেক বার লাভ সমান হয় না। এবার মানুষকে সেবা করার সুযোগ রয়েছে। সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসুন। ২০১৭ সালের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিল

মালিকদের একটা আত্মার সম্পর্ক রয়েছে।

২০১৭ সালে হাওড়ে বন্যার সময় সরকারিভাবে চাল সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হলে সরকার চাল আমদানির ওপর ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছিল ফলে ৪০ লাখ মেট্রিক টন চাল বিভিন্নভাবে আমদানি করা হয়। সে কারণে সেই বছর মিল মালিক এবং কৃষক উভয় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তিনি বলেন, কৃষক বাঁচলে ধান উৎপাদন হবে এবং আপনারা চালকল মালিকরা বেঁচে থাকবেন। কৃষক যাতে বিপাকে না পড়ে, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক যেন ধানের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য এবার আট লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, যেহেতু খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের সঙ্গে আপনাদের ব্যবসা সবসময় করতে হবে, লাভ বেশি হলে চাল সরবরাহ করবেন, লাভ কম হলে চাল সরবরাহ করবেন না- এটা হতে পারে না।

সূত্র- ইত্তেফাক

নভেম্বরেই দৃশ্যমান হবে স্বপ্নের পদ্মা সেতু

আগামী নভেম্বরের মধ্যেই দৃশ্যমান হচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সেতুর সার্বিক উন্নয়ন কাজ জুন মাস পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ৮০ দশমিক ৫০ শতাংশ। আর নদী শাসনের কাজ শেষ হয়েছে ৭৩ শতাংশ। একই সঙ্গে মূল সেতুর উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৮৯ শতাংশ। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ইত্তেফাককে এ তথ্য জানান।

গত ১০ জুন ৩১তম স্প্যান স্থাপনের ২০ দিন পর গত মঙ্গলবার বসানোর কথা ছিল পদ্মা সেতুর ৩২তম স্প্যানটি। মাওয়া প্রান্তে ৪ ও ৫ নম্বর পিলারের ওপর এটি বসানোর সব প্রস্তুতিও ছিল। তবে নদীর তীব্র স্রোতের কারণে এটি নির্ধারিত সময়ে বসানো সম্ভব হয়নি। তবে স্প্যান না বসানো হলেও সেতুর মূল উন্নয়নে এটি কোনো বাধা হয়ে

দাঁড়াবে না।

পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের ইত্তেফাককে জানান, ‘জুলাই ও আগস্টে নদীর স্রোত আরো বাড়তে পারে। আর না বাড়লেও যে স্রোত রয়েছে এমনটি থাকলেও স্প্যান বসানো সম্ভব হবে না। তবে স্প্যান বসানো না গেলেও পদ্মা সেতুর উন্নয়ন কাজ বাধাগ্রস্ত হবে না। অন্যান্য কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। স্রোত হ্রাস পেলে একই সঙ্গে একাধিক স্প্যান বসানো হবে।’

গত ১০ জুন জাজিরা প্রান্তে ২৫ ও ২৬ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয় ৩১তম স্প্যান। জাজিরা প্রান্তের ২০টির মধ্যে ওই স্প্যানটি ছিল শেষতম স্প্যান। এতে বসে যাওয়া ৩১তম স্প্যানের মধ্যে ২৯টি স্প্যান একসঙ্গে যুক্ত হয়।

নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের ইত্তেফাককে আরো বলেন, ‘নদীর স্রোত অব্যাহত থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্রায় আড়াই মাসে কোনো স্প্যান বসানো সম্ভব হবে না। সাধারণত এই দুই বা আড়াই মাস স্প্যান বসানো যায় না। এটা আমাদের আগে থেকেই কর্ম পরিকল্পনায় ছিল। তবে আগামী নভেম্বরের মধ্যে সবগুলো স্প্যান বসানোর কাজ শেষ হবে।’

পদ্মা সেতুর প্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ইত্তেফাককে জানান, ‘চলতি বছর এই সেতুর ১১টি স্প্যান বসানো হয়েছে। এর মধ্যে সারা দেশে সাধারণ ছুটির মধ্যে ২৭ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ৪টি স্প্যান বসানো হয়েছে। আর লকডাউন উঠে যাওয়ার পর ১০ জুনের স্প্যানটিসহ করোনা দুর্যোগের মধ্যেও সেতুর মোট ৫টি স্প্যান বসানো হয়েছে। আমরা আশা করছি যেভাবে উন্নয়ন কাজ এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আগামী নভেম্বরের মধ্যেই মূল পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হবে।’

এদিকে, মাওয়া ওয়ার্কশপে আরো চারটি স্প্যানের প্রস্তুতিও চলছে দ্রুত গতিতে। তবে বর্ষায় আবহাওয়া শুষ্ক না থাকার কারণে স্প্যানগুলোর রং শুকাতে সময় বেশি লাগছে। এদিকে পদ্মা সেতুর ৪১টি স্প্যানের মধ্যে ৩৯টির মালামাল করোনা মহামারির আগেই এসেছে। বাকি দুটি স্প্যানের অধিকাংশ মালামালও মাওয়ার কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে পৌঁছেছে।

মাওয়া প্রান্তে ৫, ৬ ও ৭ নম্বর পিলারের ওপর স্প্যান বসেছে আগেই। এই দুই স্প্যানের দু’পাশে বাকি স্প্যানগুলো বসে গেলেই নভেম্বরের মধ্যেই স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৃশ্যমান

হবে। চলতি অর্থ বছরে বড় প্রকল্পের মধ্যে সরকারের চতুর্থ সর্বোচ্চ বরাদ্দ পদ্মা সেতুতে। আগামী বছর জুন মাসে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

তবে সূত্র জানায়, আগামী জুনের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করার লক্ষ্য থাকলেও মহামারি করোনার কারণে তা কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে। তবে সেতুর অন্যান্য উন্নয়ন কাজের সঙ্গে দ্রুত গতিতে রেলওয়ের স্লাব বসানোর কাজও এগিয়ে চলছে। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে দ্বিতল সেতুর ওপর দিয়ে সড়কপথ ও নিচের অংশে থাকবে রেলপথ। মূল সেতু নির্মাণের জন্য কাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (এমবিইসি) ও নদীশাসনের কাজ করছে চীনের ‘সিনো হাইড্রো করপোরেশন’।

সুত্র- ইত্তেফাক

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের দুই জনকে পুলিশে হস্তান্তর

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা শ্যালোমেশিন চোরচক্রের দুই হোতাকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী।

গতকাল মঙ্গলবার (৩০ জুন) ভোরে শ্যালো মেশিনের মোটরসহ ইমরুল ও সেলিম নামের দুই আন্তজেলা চোরচক্রের সদস্যকে ধরে পুলিশে দেওয়া হয়।

আটক ইমরুল কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার আব্দুল মান্নানের ছেলে এবং সেলিম কুষ্টিয়ার আল্লাহর দরগার তাজপুরের হায়াত আলীর ছেলে। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় তাদের চোরচক্রের সক্রিয় সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা সাধারনত রাতের বেলায় মাঠ থেকে কৃষকের সেচ কাজে ব্যবহৃত শ্যালো মেশিনের মোটর চুরি করে থাকে।

জানা গেছে, সোমবার দিনগত রাতে আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের

কেশবপুর মাঠে আন্তজেলা এই চোরচক্রের সদস্যরা হানা দেয়। তারা মাঠ থেকে কৃষকের মোটর চুরি করে তাদের গাড়ি আসার অপেক্ষা করতে থাকে। গাড়ি আসার আগেই কেশবপুর গ্রামের এক লোক চোরদের দেখে ফেলেন। তার চিৎকার চেচামেচিতে গ্রামের লোকজন তেড়ে ধরে ফেলেন ইমরুল ও সেলিম চোরকে। তাদেরকে গণধোলায় দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসী।

প্রাগপুর গ্রামের জালাল হোসেন জানান, সোমবার রাতে কেশবপুর মাঠ থেকে তার একটি মোটর চুরি হয়েছে। তার আগে একই গ্রামের নীলচাঁদের মাঠ থেকে একটি মোটর চুরি যায়। একই সাথে বড় বোয়ালিয়া গ্রামের মিন্টু বিশ্বাসের মোটর চুরি হয়। একই গ্রামের জাহামত, শরিফ, আব্দুল কাদেরেরও একটি মোটর চুরি হয়। তারা থানায় মোটর চুরির অভিযোগ দায়ের করেছেন।